রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৮ সনের ৪০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৪, ২০১৮

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৩—৬০৭
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৬৭—১১০১
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৫—২৩১
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৬৯৫—১৭৭২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারিকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারিকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪৯
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৩.০৩৬.১৪-৭৭—সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের গ্রেড-১০ হতে তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণের জন্য চাকরির বয়স ও গ্রেড ভিত্তিক নিম্নরূপভাবে মাসিক ঝুঁকিভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঃ

ক্রঃ নং	জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫	মাসিক ঝুঁকি ভাতার পরিমাণ				
		চাকরির বয়স ০-৫ বছর	চাকরির বয়স ৫+হতে ১০ বছর	চাকরির বয়স ১০+হতে ১৫ বছর	চাকরির বয়স ১৫+হতে ২০ বছর	চাকরির বয়স ২০+হতে তদূর্ধ্ব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	(গ্রেড-১০)	২৭০০/-	৩২০০/-	৩৮০০/-	৪৫০০/-	৫৪০০/-
২	(গ্রেড-১১)	২২০০/-	২৭০০/-	৩২০০/-	৩৮০০/-	৪৬০০/-

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩	(গ্রেড-১২)	২১০০/-	২৫০০/-	৩০০০/-	৩৬০০/-	৪৪০০/-
৪	(গ্রেড-১৩)	১৯০০/-	২৩০০/-	২৮০০/-	৩৪০০/-	৪০০০/-
৫	(গ্রেড-১৪)	১৮০০/-	২২০০/-	২৭০০/-	৩২০০/-	৩৮০০/-
৬	(গ্রেড-১৫)	১৭০০/-	২০০০/-	২৪০০/-	২৯০০/-	৩৪০০/-
৭	(গ্রেড-১৬)	১৬০০/-	১৯০০/-	২৩০০/-	২৭০০/-	৩২০০/-
৮	(গ্রেড-১৭)	১৫০০/-	১৮০০/-	২২০০/-	২৫০০/-	৩০০০/-
৯	(গ্রেড-১৮)	১৪০০/-	১৭০০/-	২০০০/-	২৪০০/-	২৮০০/-
১০	(গ্রেড-১৯)	১৩০০-	১৬০০/-	১৯০০/-	২৩০০/-	২৭০০/-
১১	(গ্রেড-২০)	১২০০/-	১৫০০/-	১৮০০/-	২২০০/-	২৬০০/-

২। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ ভাতা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লায়লা মুন্‌তাজেরী দীনা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২৩.১৬.৫৪৭—যেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর সাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে খুলনার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জনাব মোহাম্মদ ফরিদ আলম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৬/২০১৬ নং রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফরিদ আলম-কে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৬/২০১৬ এর পরবর্তী কার্যক্রম চালানোর মত কোনরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় নাই;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা চট্টগ্রাম চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর সাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে খুলনার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জনাব মোহাম্মদ ফরিদ আলম-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৬/২০১৬ এর আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০২৬.১৬.৫৪৮—যেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর সাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জজশীপের সিনিয়র সহকারী জজ জনাব মোঃ নুরু মিয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৮/২০১৬ নং রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৮/২০১৬ এর তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরু মিয়া এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই;

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীর সাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জজশীপের সিনিয়র সহকারী জজ জনাব মোঃ নুরু মিয়া-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৮/২০১৬ এর আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৮ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৩৩/২০১৮-৩৭৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, পিতা- মোহাম্মদ আকব্দুছ আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৭৩/৮১(অংশ-১)-২১২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব হোসেইন আহমদ আল বাতেন, পিতা-মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, মাতা-মৃত মোসাঃ শিরিয়া বেগম, গ্রাম-হযরতপুর (বাহেরচর), ডাকঘর-শেখরনগর, উপজেলা-সিরাজদিখান, জেলা-মুন্সীগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ৭ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-১০/৯৩-৪৮৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ আসলাম হোসাইন, পিতা-মোঃ মোকাব্বের হোসেন, মাতা-মোছাঃ চাম্পা বেগম, গ্রাম-দেলুয়া, ডাকঘর-বেলকুচি, উপজেলা-বেলকুচি, জেলা-সিরাজগঞ্জ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি পৌরসভার ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ

নং ১২.০০.০০০০.০৫৩.২২.০০২.১৮/৩০৫—'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি' ২০১৬ বাস্তবায়নের জন্য মান নির্ধারণ, এক্রেডিটেশনের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রত্যয়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এমন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তার সমন্বয়ে নিম্নরূপ ৩টি সাব-কমিটি গঠন করা হল:

(ক) জৈব কৃষির প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ কমিটি:

আহ্বায়ক

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ

সদস্যবৃন্দ

(২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি

(৪) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) জৈব কৃষি, কৃষিজাত পণ্য ও জৈব কৃষির উপকরণ প্রত্যয়ন/পরিদর্শন এর জন্য সক্ষমতা যাচাই করে বিদ্যমান সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা দায়িত্ব পালন করবে তা নির্ধারণ।

(খ) জৈব কৃষির এক্রেডিটেশন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য কমিটি

আহ্বায়ক

(১) সদস্য পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

সদস্যবৃন্দ

(২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি
(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি
(৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি
(৫) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, BOPMA

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) কোন কোন স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক পদ্ধতি অবলম্বনে এক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ;
(২) পরীক্ষাগার, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থাকে কোন পদ্ধতি অবলম্বনে এক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ;
(৩) জৈব কৃষি পণ্যের প্রত্যয়ন পদ্ধতি ও পরিদর্শন পদ্ধতি নির্ধারণ এবং
(৪) জৈব কৃষি পণ্যের পরিদর্শন ও প্রত্যয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক দলিলের খসড়া প্রণয়ন।

(গ) জৈব কৃষির স্টান্ডার্ড নির্ধারণের জন্য কমিটি

আহ্বায়ক

(১) সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা বিভাগ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

সদস্যবৃন্দ

(২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

(৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি

(৪) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

(৫) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সস্টিটিউট-এর প্রতিনিধি

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) আন্তর্জাতিক জৈব কৃষির মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জৈব কৃষি, কৃষিজাত পণ্য এবং জৈব কৃষি উপকরণের মান নির্ধারণ; এবং

(২) জৈব কৃষির জন্য :

ক) অনুমোদিত বস্তু/পদার্থের তালিকা প্রণয়ন:

খ) নিষিদ্ধ বস্তু/পদার্থের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং

গ) শর্তসাপেক্ষে ব্যবহারযোগ্য বস্তু/পদার্থের তালিকা প্রণয়ন।

কমিটিসমূহ আগামী ৬০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রয়োজনে সদস্য কোপ-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পরিতোষ হাজরা
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪২৫/১৬ আগস্ট ২০১৮

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৬.০১৪.১৮-৪৫০—দেশে ভারী ও মধ্যম শ্রেণির মোটরযানের তুলনায় ভারী ও মধ্যম মানের ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালকের সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে যাত্রী ও পণ্যবাহী মোটরযানের স্বাভাবিক চলাচল অব্যাহত রাখা তথা জনস্বার্থ বিবেচনায় সরকার নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করছে :

(১) গণপরিবহনে ড্রাইভার হিসেবে নিয়োজিত যে ব্যক্তির হালকা মোটরযান চালনার বৈধ পেশাধার ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে এবং উক্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ ন্যূনতম ১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম শ্রেণির মোটরযান সংযোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবেন। অনুরূপভাবে মধ্যম শ্রেণির মোটরযান চালনার বৈধ পেশাধার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী ব্যক্তি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ ন্যূনতম ১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হলে তার লাইসেন্সে ভারী শ্রেণির মোটরযান সংযোজনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(২) ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম বা ভারী মোটরযান সংযোজনের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণযোগ্য হবে।

(৩) ড্রাইভিং লাইসেন্সে মধ্যম বা ভারী মোটরযান সংযোজনের শর্ত শিথিল সংক্রান্ত এ আদেশ আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(৪) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সর্বনিম্ন ১(এক) বছর মেয়াদি হালকা মোটরযান চালনার পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মধ্যম শ্রেণির মোটরযান এবং সর্বনিম্ন ১(এক) বছর মেয়াদি মধ্যম মোটরযান চালনার পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভারী শ্রেণির মোটরযান চালাতে পারবেন। উক্ত সময়সীমার পর এর কার্যকারিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) মোটরযান চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন-কানুন, সাইন-সিগন্যাল, বিধি-বিধান এবং প্রচলিত সরকারি নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। The Motor Vehicles Rules, 1984 এর rule-8(2) এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ কামরুল আহসান
যুগ্মসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৬ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৭.২২.০১৩.১৮-৩০৬—ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে জারিকৃত এস,আর,ও নং ২৮০-আইন/২০১৭, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক Protection and Conservation of Fish Act 1950 (E.B. Act No. XVIII of 1950) এর অধীন প্রণীত Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 এর Rule 13 এর sub rule (1) এর clause (b) এর TABLE এর কলাম (3) অনুযায়ী এ বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ৭ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২২ দিন (২২ আশ্বিন হতে ১৩ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) সময়কালে সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করা হলো।

জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
উপসচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩

পরিপত্র

তারিখ: ৭ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : বহুতল ভবন নয় এমন Commercial and Industrial Warehouse নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্রের অপ্রয়োজনীয়তা।

নং ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.১৭-২৪২—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২ ধারা মোতাবেক যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে উদ্যোক্তার পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল ১-এ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সমূহকে সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ ও লাল এই ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল-১ অনুযায়ী হোটেল, বহুতল বাণিজ্যিক ও এ্যাপার্টমেন্ট ভবন কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত। বহুতল ইমারতের সংজ্ঞা অনুসরণ করে ঢাকা মহানগরের অভ্যন্তরে ১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে এবং ঢাকা মহানগরের বাইরে ৬ তলার উর্ধ্বে কোন ইমারত বা ভবন নির্মাণে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের আওতায় আনা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ভবনসমূহ নির্মাণ ছাড়পত্রের আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। তবে এসিড জাতীয় কেমিক্যাল, দাহ্য পদার্থ ইত্যাদির মজুদকরণ বা ওয়্যারহাউজ এর জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র/লাইসেন্স এর প্রয়োজন হবে।

২। ইমারত নির্মাণের সার্বিক পরিবেশগত প্রভাবের গুরুত্ব নিরূপণের জন্য বিভিন্ন পরিবেশগত ইস্যুতে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কর্মকান্ডের প্রভাব জানা প্রয়োজন হয়। ইমারত নির্মাণের ইস্যুসমূহ বিশেষত ঝুঁকিসমূহ পরিবেশগত প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ অধিদপ্তরের সেবা/ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা সহজীকরণ ও জনমুখী করার লক্ষ্যে যে সকল ইমারত বহুতল ভবন হিসেবে চিহ্নিত কেবল সেগুলোকেই ছাড়পত্রের আওতায় আনা হয়েছে। বিদ্যমান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী বহুতল ভবন নয় এমন Commercial and Industrial Warehouse নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় না।

আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৫/৭ আগস্ট ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬.১৬-১৯৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১৬	নিখরহাটী	২৩৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৭	সদরদী	৫৫	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১১৩	পাঁচখোলা	৮০	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২১	উত্তর পাঁচখোলা	১০৫	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২৬	বাশঁগাড়ী	১৩৪	কালকিনি	মাদারীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্মসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৩১ জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৬১.০০৬.০১.১০-৩০৩—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৩-৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের সভায় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) অনুমোদিত হয়। এ কর্মপরিকল্পনার গভর্নেন্স ও সমন্বয় অধ্যায়ে পুষ্টিনীতি/কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ৫টি ওয়ার্কিং লেভেল প্লাটফর্মের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: পুষ্টি প্রত্যক্ষ প্লাটফর্ম, পুষ্টি পরোক্ষ প্লাটফর্ম, পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা প্লাটফর্ম, পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্ম এবং পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্ম। এসব প্লাটফর্ম গঠনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নরূপভাবে প্লাটফর্মসমূহ গঠন করা হলো :

২। **পুষ্টি প্রত্যক্ষ প্লাটফর্ম**

(ক) **পুষ্টি প্রত্যক্ষ প্লাটফর্মের গঠন :**

সভাপতি

(১) পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রনালয়/খাদ্য অধিদপ্তর

(৩) প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

(৪) প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৫) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(৬) প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

(৭) প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক

(৮) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৯) প্রতিনিধি, রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট

(১০) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট

(১১) প্রতিনিধি, এমএনসিএন্ডএএইচ/প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১২) প্রতিনিধি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুষ্টি সমিতি

(১৪) প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবি

(১৫) প্রতিনিধি, CBHC, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১৬) প্রতিনিধি, ইনস্টিটিউট অব ফুড সাইন্স, বিসিএসআইআর

(১৭) প্রতিনিধি, MNCRAH, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(১৮) প্রতিনিধি, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ

(১৯) প্রতিনিধি, UNFPA

(২০) প্রতিনিধি, WFP

(২১) প্রতিনিধি, WHO

(২২) প্রতিনিধি, UNICEF

(২৩) প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই (বাংলাদেশ ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশন)

(২৪) প্রতিনিধি, SUN সিভিল সোসাইটি এ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ

(২৫) প্রতিনিধি, SUN ডোনার নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

(২৬) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক(সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

* বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ডেস্ক লেভেলের কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) **পুষ্টি প্রত্যক্ষ প্লাটফর্মের কর্মপরিধি ঃ**

(১) দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আলোকে পুষ্টি প্রত্যক্ষ নীতি/কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ;

(২) প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) প্রত্যক্ষ পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান সম্প্রসারণে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা দান;

(৪) সার্বিক পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহযোগিতা প্রদান;

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব;

(৬) প্রয়োজনবোধে কমিটি পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৭) কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৩। **পুষ্টি পরোক্ষ প্লাটফর্ম**

(ক) **পুষ্টি পরোক্ষ প্লাটফর্মের গঠন :**

সভাপতি

(১) পরিচালক (নীতি, পরিকল্পনা এবং সমন্বয়), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রনালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(৩) প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর/প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর

(৪) প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

(৫) প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

(৬) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৭) প্রতিনিধি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/সমাজসেবা অধিদপ্তর

(৮) প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর

(৯) প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তর

(১০) প্রতিনিধি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(১১) প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১২) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

(১৩) প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবি

(১৪) প্রতিনিধি, WFP

(১৫) প্রতিনিধি, FAO

(১৬) প্রতিনিধি, World Fish

(১৭) প্রতিনিধি, SUN বিজনেস নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ

(১৮) প্রতিনিধি, SUN ডোনার নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ

(১৯) প্রতিনিধি, ফারমার্স এ্যাসোসিয়েশন

(২০) প্রতিনিধি, এগ্রোপ্রসেসর এ্যাসোসিয়েশন

সদস্য-সচিব

(২১) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

* মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ডেস্ক লেভেলের কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

(খ) **পুষ্টি পরোক্ষ প্লাটফর্মের কর্মপরিধি ঃ**

(১) দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার আলোকে পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ;

(২) পুষ্টি পরোক্ষ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) পরোক্ষ পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা দান;

(৪) পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;

(৬) প্রয়োজনবোধে কমিটি পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৭) কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৪। **পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা প্লাটফর্ম**

(ক) **পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা প্লাটফর্মের গঠন :**

সভাপতি

(১) পরিচালক (পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, MIS, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৩) প্রতিনিধি, MIS, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৪) প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবি

(৫) প্রতিনিধি, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(৬) প্রতিনিধি, পুষ্টি, খাদ্য ও বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা

(৭) প্রতিনিধি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৮) প্রতিনিধি, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIPORT)

(৯) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১০) প্রতিনিধি, FPMU, খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১১) প্রতিনিধি, IMED

(১২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BIRTAN)

(১৩) প্রতিনিধি, রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (IEDCR)

(১৪) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)

(১৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA)

(১৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI)

(১৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (BLRI)

(১৮) প্রতিনিধি, খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(১৯) প্রতিনিধি, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট (INFS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২০) প্রতিনিধি, খাদ্য ও বিকিরণ জীববিজ্ঞান ইন্সটিটিউট (IFRB), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

(২১) প্রতিনিধি, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIPORT)

(২২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(২৩) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

(২৪) প্রতিনিধি, নিপসম

(২৫) প্রতিনিধি, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল

(২৬) প্রতিনিধি, SUN জাতিসংঘ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ

(২৭) প্রতিনিধি, SUN একাডেমিয়া নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ

(২৮) প্রতিনিধি, SUN ডোনার নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

(২৯) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

* মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ডেস্ক লেভেলের কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

(খ) **পুষ্টি পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা প্লাটফর্মের কর্মপরিধি ঃ**

(১) জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কাঠামো প্রণয়ন/পরিমার্জন/পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;

(২) জাতীয় পুষ্টি ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ; পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচন ও গবেষণা পরিচালনায় পরিষদকে সহায়তা;

(৩) জনগণের পুষ্টিমান ও সার্বিক পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নকল্পে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণার আলোকে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা প্রদান;

(৪) পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে পরবর্তী কর্মকৌশল নিরূপণে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা দান;

(৫) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপালন;

(৬) প্রয়োজনবোধে পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে;

(৭) কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৫। **পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্ম**

(ক) **পুষ্টি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্মের গঠন:**

সভাপতি

(১) পরিচালক, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান/পরিচালক (সক্ষমতা ও যোগাযোগ), বি.এন.এন.সি

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৩) প্রতিনিধি, তথ্য ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

(৪) প্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৫) প্রতিনিধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৬) প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয়

(৭) প্রতিনিধি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৮) প্রতিনিধি, IEM, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৯) প্রতিনিধি, MIS, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১০) প্রতিনিধি, MIS, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(১১) প্রতিনিধি, CBHC

(১২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেতার

(১৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন

(১৪) প্রতিনিধি, BCCP

(১৫) প্রতিনিধি, পুষ্টি ওয়ার্কিং গ্রুপের এনজিও প্রতিনিধি ২(দুই) জন

(১৬) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BIRTAN)

(১৭) প্রতিনিধি, আইসিডিডিআরবি (ICDDRB)

(১৮) প্রতিনিধি, নিপসম (NIPSOM)

(১৯) প্রতিনিধি, খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট (IFST)

(২০) প্রতিনিধি, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIPORT)

(২১) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU)

(২২) প্রতিনিধি, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, (INFS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২৩) প্রতিনিধি, SUN জাতিসংঘ নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ

(২৪) প্রতিনিধি, SUN ডোনার/সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ

সদস্য-সচিব

(২৫) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

* মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ডেস্ক লেভেলের কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

(ক) **পুষ্টি অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ প্লাটফর্মের কর্মপরিধি ঃ**

(১) পুষ্টি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনার SBCC অংশ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ;

(২) নীতি নির্ধারক ও জনগণের সচেতনা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৩) পুষ্টি বিষয়ে তথ্য, প্রচারনা ও প্রকাশনার বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা দান;

(৪) বিভিন্ন গণমাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় পুষ্টি বিষয়ক সঠিক তথ্য পরিধারন, প্রচার ও নজরদারির মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে সহায়তা করা;

(৫) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, গণপ্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে পুষ্টি নীতি/ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(৬) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;

(৭) প্রয়োজনবোধে পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

৬। **পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্ম**

(ক) **পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্লাটফর্মের গঠন:**

সভাপতি

(১) পরিচালক, (সক্ষমতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BIRTAN)

(৩) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান

(৪) প্রতিনিধি, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট

(৫) প্রতিনিধি, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIPORT)

(৬) প্রতিনিধি, নিপসম (NIPSOM)

(৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

(৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

(৯) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI)

(১০) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (BLRI)

(১১) প্রতিনিধি, IEDCR

(১২) প্রতিনিধি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(১৩) প্রতিনিধি, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, (INFS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৪) প্রতিনিধি, World Fish

(১৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল BARC

(১৬) প্রতিনিধি, UNICEF

(১৭) প্রতিনিধি, WHO

সদস্য-সচিব

(২৮) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

* মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ডেস্ক লেভেলের কর্মকর্তা প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

(খ) **পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কমিটির কর্মপরিধি :**

(১) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(২) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয় ও প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ;

(৩) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ইন্সটিটিউশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা বা এজেন্সির সাথে যোগাযোগ;

(৪) বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন;

(৫) প্রয়োজনবোধে পুষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনধিক ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৬) কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবেন। ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

(৭) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
যুগ্মসচিব।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৭ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৬২.১১৬.০০.০০.০২৭.১৮-৪২৫—আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার, 'বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স আগমন/নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০০৯' সংশোধনক্রমে 'বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮' প্রণয়ন করলেন :

১। **শিরোনাম :**

এ নীতিমালা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স আগমন/নিয়োগের নিমিত্ত 'বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হবে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। **নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য :**

২.১ বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ বিশেষায়িত নার্স আগমন/নিয়োগের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানপূর্বক নিয়োগ নিয়মতান্ত্রিক করা;

২.২ বিদেশি প্রযুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশীয় সেবা খাতের উন্নয়ন করা;

২.৩ দেশের জনসাধারণের কাছে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া এবং সেবা সহজলভ্য ও মানসম্মত করা;

২.৪ বেসরকারি হাসপাতালে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী চিকিৎসক/নার্স নিয়োগদানের বিষয় নিশ্চিত করা।

৩। **নীতিমালা প্রয়োগ :**

৩.১ এ নীতিমালা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত সকল বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনীয় হবে;

৩.২ এ নীতিমালার লংঘন সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল, চিকিৎসক এবং নার্সগণের লাইসেন্স ও নিবন্ধিকরণ বাতিলের কারণরূপে গণ্য হবে;

৩.৩ এ নীতিমালা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;

৩.৪ বিনামূল্যে অথবা জনহিতকর উদ্দেশ্যে অনুর্ধ্ব তিন মাসের জন্য কোন সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে আগত বিদেশি চিকিৎসক/ নার্সদের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে না।

৩.৫ এ নীতিমালার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪। **নীতিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের জন্য প্রযোজ্য :**

৪.১ বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ নার্স নিয়োগ ও নিয়োগের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান;

৪.২ বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্সদের বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল (বিএনসি) কর্তৃক অস্থায়ী নিবন্ধন;

৪.৩ বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষায়িত নার্সগণ কর্তৃক সেবা প্রদান তত্ত্বাবধান।

৫। **বেসরকারি হাসপাতালে বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ বিশেষায়িত নার্সদের নিয়োগদানের পদ্ধতি:**

৫.১ বেসরকারি হাসপাতালে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের কোন বিষয়ে কোন পর্যায়ের বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স প্রয়োজন সে সংক্রান্ত তালিকা প্রণয়নপূর্বক নিয়োগের পূর্বে অনাপত্তির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আবেদন প্রেরণ করবেন।

৫.২ আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজসমূহ সংযুক্ত করতে হবে—

ক) যে প্রতিষ্ঠানে (বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ বিদেশি ডাক্তার/নার্স আগমন করবেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী হতে সংগৃহীত ঐ প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ লাইসেন্স/নবায়নকৃত লাইসেন্সের সত্যায়িত (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) অনুলিপি;

খ) বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল (বিএনসি) কর্তৃক প্রদত্ত অস্থায়ী নিবন্ধনের সত্যায়িত (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) অনুলিপি;

গ) আগমনকারী ডাক্তার/নার্স/নন-মেডিকেল স্টাফের সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি, পাসপোর্ট, জীবনবৃত্তান্ত, সকল অভিজ্ঞতা, নিজ দেশের রেজিস্ট্রেশন/সনদপত্রের অনুলিপি উক্ত দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও উক্ত দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে যার অনুলিপির ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/মহাসচিব সমমানের কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ঘ) বিদেশি বিশষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিয়োগের নিমিত্ত দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে যার কপি, নিয়োগপত্র ইত্যাদি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৩ তালিকা প্রাপ্তির পর, চিকিৎসা/নার্সিং এর যে ক্ষেত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিয়োগের জন্য অনুমতি/অনাপত্তি চাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতা রয়েছে কি না বা চাহিদামত অনাপত্তি প্রদান করা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪ তিন মাসের কম সময়ের জন্য অনুমতির ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিধিবিধান কার্যকর হবে।

৬। **বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিবন্ধনের জন্য আবেদনের পদ্ধতি:**

৬.১ নিয়োগ প্রদানকারী বেসরকারি হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিবন্ধনের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এবং বিশেষায়িত নার্সের জন্য বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক চিকিৎসকের জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলে এবং বিশেষায়িত নার্সের জন্য বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলে আবেদন করবেন।

৬.২ প্রার্থীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি, পাসপোর্ট, জীবনবৃত্তান্ত, সকল অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের সনদপত্র, নিজ দেশের রেজিস্ট্রেশন/ সনদপত্রের অনুলিপি যা উক্ত দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও উক্ত দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৬.৩ প্রার্থীর নিজ দেশের মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল/ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক ইস্যুকৃত সু-প্রতিষ্ঠা সার্টিফিকেট (Good Standing Certificate) সংযুক্ত করতে হবে।

৬.৪ নিবন্ধীকরণের জন্য বাংলাদেশের মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল/নার্সিং কাউন্সিলে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

৬.৫ নার্সিং ও মিডওয়াইফারীতে ৩/৪ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন হাসপাতালে ন্যূনতম ৭ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের সাথে উক্ত সনদপত্রের কপি যথানিয়মে সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে;

৬.৬ বিদেশি বিশষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্সদের নিয়োগের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিদেশি ডাক্তার/ নার্স নিয়োগের চুক্তির কপি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২। **নিয়োগের শর্তাবলি :**

৭.১ নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ নার্সগণের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে;

ক) মূল ডিগ্রী (Basic Degree) হবে MBBS/BDS অথবা সমমান;

খ) অধ্যাপক অথবা সিনিয়র কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারেন, এরূপ স্নাতকোত্তর (Post Graduate) ডিগ্রী থাকতে হবে;

গ) স্নাতকোত্তর (Post Graduate) (ডিপ্লোমা ডিগ্রী ব্যতীত) ডিগ্রী অর্জনের পর স্বীয় ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭ (সাত) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং তিনি কী ধরনের কাজ করছেন এবং তার উপর কী দায়িত্ব আছে/ছিলেন এ মর্মে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহণপূর্বক দাখিল করবেন;

ঘ) বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্স নিয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পদে বাংলাদেশী চিকিৎসক/নার্স নিয়োগের নিমিত্ত দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা ও ইংরেজি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে;

৭.২ FCPS/MD/MS/MECP/MRCS বা সমমানের বিদেশি পরামর্শক চিকিৎসকের বিপরীতে একই অধিক্ষেত্রের অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ন্যূনতম ২ (দুই) জন বাংলাদেশী পরামর্শক নিয়োগ দিতে হবে এবং বিএমডিসিতে তাদের নিয়োগপত্রের কপি জমা দিতে হবে;

৭.৩ একটি বেসরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রথম ৭ বছর পর্যন্ত চিকিৎসক ও নার্সদের অনুমোদিত সর্বমোট পদের এক-পঞ্চমাংশ পদের এবং ৭ বৎসর পর হতে এক-দশমাংশ হারে বিদেশি ডাক্তার/নার্স নিয়োগ করা যাবে;

৭.৪ বিদেশি বিশেষায়িত নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে নার্সদের যথাক্রমে ৩/৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং অথবা বিএসসি-ইন-নার্সিং কোর্সসহ বিশেষায়িত কোর্স/ ডিগ্রীধারী হতে হবে;

৭.৫ বিদেশি চিকিৎসক/নার্সদের বাংলাদেশে আগমনের জন্য আবশ্যিকভাবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

৭.৬ তিন মাসের অধিক সময়ের জন্য নিয়োগকৃত বিদেশি চিকিৎসক/নার্সগণের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি/ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে;

৭.৭ তিন মাস বা তার কম সময়ের জন্য নিয়োগকৃত বিদেশি চিকিৎসক/নার্সগণের বাংলাদেশে অবস্থানের জন্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র ব্যতীত একবার অনুমতি নেওয়ার পর একই ধারাবাহিকতায় পুনরায় তিন মাস বা তার কম মেয়াদের জন্য নিয়োগের আবেদন করা যাবে না;

৭.৮ বিদেশি চিকিৎসক/নার্সগণ কোন সেমিনার বা ওয়ার্কসপে যোগদানের জন্য বাংলাদেশে অবস্থানকালে কোন চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারবেন না;

৭.৯ ৩.৪ এর ব্যতিক্রম ব্যতীত ডিএমডিসি/বিএনসি এর নিবন্ধন ছাড়া কোন বিদেশি চিকিৎসক/নার্স বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারবেন না।

৮। **অযোগ্যতা :**

৮.১ বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত নয় বা বাংলাদেশের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই, এমন কোন দেশের চিকিৎসক/নার্সের বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবাদানের নিমিত্ত অবস্থানের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হবে না;

৮.২ বেসরকারি হাসপাতালের কোন বিভাগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বাংলাদেশি চিকিৎসক/নার্স অপ্রতুল হলে কেবলমাত্র সে বিভাগের জন্য কোন বিদেশি চিকিৎসক ও নার্সেদের অনুকূলে বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবাদানের নিমিত্ত নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে;

৮.৩ যে সব বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/বিশেষায়িত নার্সগণকে যে হাসপাতালের জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল ও বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল হতে নিবন্ধন (Temporary Registration) প্রদান করা হবে, তিনি বা তারা উক্ত হাসপাতাল ব্যতীত কোথাও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত হতে পারবেন না।

৯। **অস্থায়ী নিবন্ধনের মেয়াদঃ**

৯.১ প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য অস্থায়ী নিবন্ধনের পর মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক/ নার্সের দক্ষতা সম্পর্কে বিএমডিসি/বিএনসির সুপারিশ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উক্ত চিকিৎসক/নার্সের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ নীতিমালা অনুযায়ী বৃদ্ধি করবে;

৯.২ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিদেশি চিকিৎসক/নার্সের জন্য এরূপ অনুমতি প্রদানকালে অনুমোদনের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করবে।

১০। **নিবন্ধন বাতিল :**

১০.১ কোনো বিদেশি চিকিৎসক/নার্সের বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে অথবা জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার নিবন্ধন বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১০.২ বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক কর্মানুমতি না পেলে অস্থায়ী নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাবে।

১১। **বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃক আবশ্যিকভাবে পালনীয় শর্তাবলি :**

১১.১ নিয়োগকারী হাসপাতাল বিদেশি চিকিৎসক/নার্সগণের কার্যক্রম ও দক্ষতার উপর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদন যদি সন্তোষজনক না হয়, তবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক তাদের অনুমোদন বাতিল করা হবে;

১১.২ বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃক নিয়োগকৃত বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/ বিশেষায়িত নার্সগণের অবহেলা, অদক্ষতা বা দায়িত্বহীনতার কারণে যদি সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গ কোনরূপ ক্ষতির শিকার হন বা এমন কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হন যা রোগির জন্য ক্ষতিকর, তবে তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিয়োগকারী হাসপাতালকে বহন করতে হবে এবং প্রয়োজনে উক্ত হাসপাতালের বিরুদ্ধে এদেশে প্রচলিত আইনে মামলা করা যাবে;

১১.৩ যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের চাহিদা মোতাবেক অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিশেষায়িত নার্সগণকে নির্ধারিত সময়ের জন্য বাংলাদেশের যে কোন স্থানে চিকিৎসা সেবা দানের জন্য নিয়োগে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সহযোগিতা করবে।

১১.৪ এই নীতিমালার যে কোন অংশ যে কোন সময় সরকার কর্তৃক পরিবর্তন, পরিমার্জন, প্রতিস্থাপন করা যাবে।

মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
যুগ্মসচিব।

নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৫.০০.০০০০.১৫৬.৯৯.০১৯.১৮-৪৭৩—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নির্মিতব্য নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন নিনগাঁও ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নাম "আব্দুল মোতালেব সরকার ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
উপসচিব।

Ministry of Health and Family Welfare
Health Services Division,
Planning Wing, Health-2 Section

Revised Notification

Date : 14 August 2018

Reference : MOHFW/FW-4/HPNSDP/TA Pool/ 2011-96; date: 14 May 2012

No. 45.178.114.00.00.012.2014(Part-4)-850—The undersigned is directed to inform that the 'Technical Assistance Committee (TAC)' constituted vide the referred notification will continue in the 4th Health, Population and Nutrition Sector Program (4th HPNSP) (January 2017-June 2022) with the following composition and terms of reference (ToR).:

(i) Composition :

Chairperson

1. Joint Chief, Planning Wing, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare

Members

2. Deputy Chief, Planning Wing, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare
3. Deputy Chief, Planning Branch, Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health and Family Welfare
4. Director (Planning), DGHS
5. Director (Planning), DGFP
6. Representative of DFID
7. Representative of USAID
8. Representative of Gavi
9. Representative of JICA
10. Representative of Global Affairs Canada
11. Representative of Sida
12. Task Team Leader, World Bank
13. Representative of UNICEF
14. Representative of UNIPA
15. Representative of WHO

Member-Secretary

16. Senior Assistant Chief, Health-2 Section, Planning Wing, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare

(ii) TOR of the Technical Assistance Committee :

The TAC will—

- Discuse and finalize the overall and specific principles and strategies for providing various TAs to ensure effectiveness of the TA suport;
- Initiate and guide development of a detailed harmonized TA plan for the 4th HPNSP;
- Prioritize major TA areas for implemention of the first two and half years (i.e. up to June 2019) of the 4th HPNSP;
- Endorse technical cooperation plan for the first two and half years, along with time frame, the recipient entities and supporting DPs;
- Develop and update a TA pool/database for the 4th HPNSP;
- Review and take decision on TORs/TA proposal recommended by the OPIC;
- Recommend consultant profile, duration of TAs and identify potential DPs for TAs endorsed by the TAC;

- Endorse/take decision on time extension/ revised TOR of all TAs;
- Coordinate all TAs of the 4th HPNSP;
- Review and endorse outputs of short and medium-term TAs (i.e. TAs of less than a year). Such endorsement by the TAC would be essential for submiting the final output/report by the concerned Line Director (LD) to the Planning Wing/ Planning Branch for approval;
- Bi-annually review and monitor progress of TA performance, especially for long-term TAs (one year or more);
- In case of poor or non performance or any other issues related to TA, carry out necessary exploration and provide recommendations for resolving those. Any unresolved issue(s) will be referred by the Committee to the LCG Working Group (Health);
- Review, take decisions and follow up the TA related recommendations provided by the annual, midterm review and other relevant forums as well as by the TAC of the 4th HPNSP;
- Review and take decision on technical cooperation proiject proposals;
- Any other tasks related with TA recruitment, coordination , etc.

2. The Committee may co-opt any members, if necessary. The Committee will sit at least quarterly and also, as and when necessary.

3. This order is issued with approval of the appropriate authority and will come into effect immediately.

By the order of the President

Md. Ibrahim Khalil
Senior Assisstant Chief.

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ শ্রাবণ ১৪২৫/৮ আগস্ট ২০১৮

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০১০.১১.২১৬—স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রইছ উদ্দিন এর বদলিজনিত কারণে "পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (৬নং আইন)" এর ৬(১)(ক) ও ৬(৩) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে খুলনা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মনিরুজ্জামান
উপসচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৫/৬ আগস্ট ২০১৮

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১৫৪.১৫৪.২০১৮-৯৭৫—কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন ভূঞা গত ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৪(১)(চ) ধারা অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর পদটি সরকার কর্তৃক শূন্য ঘোষণা করা হ'ল।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং শা-১০/এপিজি-৫/৭৮/২৩০—মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট নং ৭১৪/৯১ থেকে সৃষ্ট সিপিএল নং ৪১৭/৯৪ এর ০৮-০২-৯৬ তারিখের রায় বাস্তবায়নার্থে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সলিসিটর উইং, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ না করার মত প্রদান করায় সরকার এতদ্বারা বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ এর ৯৭৬২(২৫) নং পাতায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির "ক" তালিকার ৬ নং ক্রমিকে প্রকাশিত পরিত্যক্ত বাড়ি ১৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, পরিত্যক্ত সম্পত্তির "ক" তালিকা হতে অবমুক্ত করলেন।

২। এ অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সরকারের নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জিল্লুর রহমান
উপসচিব।